সংবাদ

তারিখ 24 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত শত শত শিশু

আট বছর ধরে বন্ধ পটিয়ার হাবিলাসদ্বীপ কমিউনিটি স্কুল!

নজরুল ইসলাম, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চারিদিকে খড়কুটু, ঝোপ-ঝাড়ে ভরপুর, নেই কোন পথ। দেখলে মনে হবে কোন এক ভুতরে বাড়ি অথবা গরুর খামার। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে স্কুল অবহেলায় এভাবে পড়ে আছে। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পূর্ব হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে এ স্কুলটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও সংস্কার কিংবা পুনরায় চালু করার কোন উদ্যোগ নেই।

ফলে ওই এলাকার শত শত শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে ও শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে এই ধরনের একটি বিদ্যালয় ৮ বছর ধরে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা খুবই দুঃখজনক বলে এলাকার লোকজন মন্তব্য করেন। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক মোজাহেরুল ইসলাম তার নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ব হাবিলাসদ্বীপ জে, এস, মিঞা বাড়ি কমিউনিটি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার প্রায় ৯ বছর যাবত মোজাহেরুল ইসলামের আর্থিক খরচে স্কুল শিক্ষকদের বেতন ভাতা দেয়া হয়। পূর্ব হাবিলাসদ্বীপের প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের শিশুরা ওই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতেন। কিন্তু এখন আর নেই কোন ছ শিক্ষার্থী। অবহেলায় বন্ধ হয়ে গেছে স্কুলের পাঠদান।

সরেজিমন ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার পূর্ব হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নে ২০০০ সালে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোজাহেরুল ইসলাম কমিউনিটি এ স্কুলটি চালু করেন। শুরুতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পাঠদান করা হতো। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার কোন সড়ক না থাকায় মূলত এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। যার কারণে দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এলাকার কিছু কিছু শিশু হাবিলাসদ্বীপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তৎকালীন দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (বর্তমান সভাপতি) মোছলেম উদ্দিন আহমদ এ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উদ্বোধনের একটি নামফলকও রয়েছে।

তাছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এমপি সামশুল হক চৌধুরী নিজ সংসদীয় এলাকায় এ বিদ্যালয়টি। গ্রামবাসী বিদ্যালয়টি পুনরায় চালুর দাবি জানান। পটিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোতাহের বিল্লাহ বলেন, স্কুলটি স্যাটেলাইট স্কুল হিসেবে প্রথমে চালু করা হয়েছিল। সরকারের ওই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্কুলের কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলটি পুনরায় কিভাবে চালু করা যায় তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তিনি অবহিত করবেন বলে জানান।

বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটির সভাতি নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুল পুনরায় চালু করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে একাধিকবার ধরনা দিয়েছেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে সারা পাননি। তবে স্কুলটি উন্নয়নের জন্য তৎকালীন ইউএনও গমও বরাদ্দ দিয়েছিল। স্কুলে উপবৃত্তি চালু ছিল। ব্যক্তিগত অর্থায়নে স্কুলে যাওয়ার একমাত্র পথটিও ভরাট করা হয়েছিল। কিন্তু খালের ভাঙনে ভরাট করা রাস্তাটি ভেঙে যায়।

এর পর থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, পূর্ব হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলটি পুনরায় চালু করা অতীব জরুরি। সরকারিভাবে উদ্যোগ না নিলে ব্যক্তিগত অর্থায়নে চালু সম্ভব না। স্কুলটি চালুর জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।